রাজনীতিতেও হাইব্রিড থিউরি আবিষ্কার: নেতা হওয়ার সর্টকাট উপায়

ইদানীং সব কিছুর ন্যায় রাজনীতিতে উচ্চ ফলনশীল হঠাৎ হঠাৎ নেতা হতে দেখা যাচ্ছে, এখন রাজনীতিতে সফল হতে খুব বেশি কিছু লাগে না—যোগ্যতা থাকলে ভালো, না থাকলেও চলে। দরকার শুধু সঠিক পরিচয়, সঠিক সময়ে সঠিক ক্ষমতাবান মানুষের পাশে থাকা এবং সুযোগ বুঝে সঠিক দরজায় কড়া নাড়া।

আমাদের রাজনীতির মাঠে তাই যেন তিনটি আলাদা স্তর তৈরি হয়েছে।

প্রথম স্তর: পরিচয়ই যোগ্যতা-

নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী। কয়েক বছর টপ চার্টে ছিলেন। এখন জনপ্রিয়তায় ভাটা। ক্যারিয়ারও অনেকটা শেষের পথে। বিনোদন জগতের আলো কমে এলে রাজনীতির আলোয় দাঁড়ানো—Successful.
বাবা বড় ব্যবসায়ী। ছেলে বিদেশ থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছে। ব্যবসা করবে, পাশাপাশি রাজনীতিও করবে। পরিচয় আছে, অর্থ আছে, পরিচিতি আছে—Successful.
বাবা ছিলেন নেতা। দলের দুঃসময়ে বাবার পরিচয় হয়তো খুব একটা মনে ছিল না। কিন্তু দল ক্ষমতায় ফিরতেই বাবার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার মনে পড়ে গেল। বাবার পরিচয়েই রাজনীতিতে নতুন যাত্রা—Successful. আরেকজন বড় সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। অবসর নিয়েছেন। পেনশনের পর কী করা যায়? রাজনীতি করা যাক। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা এবার রাজনীতির মাঠে—Successful.
অর্থাৎ প্রথম স্তরের মূলধন হলো—পরিচয়, অর্থ, জনপ্রিয়তা অথবা ক্ষমতার পুরোনো সংযোগ।

দ্বিতীয় স্তর: যোগ্যতা নয়, আনুগত্যই সম্পদ-

এদের পারিবারিক রাজনৈতিক পরিচয় নেই। নিজেরও বিশেষ কোনো যোগ্যতা নেই। শিক্ষাজীবন খুব দূর এগোয়নি। কেউ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সনদকে ঢাল হিসেবে রাখেন, কারও আবার সেটিও

নেই।
কিন্তু একটি বিশেষ প্রতিভা আছে—আনুগত্য প্রদর্শন।
প্রথম স্তরের মানুষের ছায়া হয়ে থাকতে তারা জানে। তেলের ড্রাম সঙ্গে রাখে, প্রয়োজনে ঢালাওভাবে তেলও দেয়। মিছিল চাই? হাজির। মিটিং চাই? হাজির। স্লোগান চাই? গলা প্রস্তুত। জয়গান চাই? কণ্ঠস্বর সর্বোচ্চ।
ক্ষমতার রং বদলালে রাজনৈতিক জামার রং বদলাতেও খুব বেশি সময় লাগে না।
তারপর একদিন দেখা যায়—যিনি কাল পর্যন্ত মিছিলের সামনে স্লোগান দিতেন, আজ তিনি মঞ্চে বসে বক্তব্য দিচ্ছেন। আরও কিছুদিন পর হয়তো জনপ্রতিনিধি।
- Successful.

তৃতীয় স্তর: যোগ্যতা আছে, কিন্তু উপরের ‘সিস্টেমের মধ্যে পড়ে না:-

এবার আসা যাক এই সেই অদ্ভুত মানুষগুলোর কাছে, যারা রাজনীতিকে একটু অন্যভাবে দেখেছিল।
তারা স্বপ্নবাজ। জনপ্রিয়। ভিশনারী। ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেছে। মেধাবী। দেশের ও দলের চরম দুঃসময়ে রাজনীতির মাঠে থেকেছে।
তারা ভেবেছিল—যোগ্যতা দিয়ে নেতৃত্বে আসা যায়।
এটাই সম্ভবত তাদের প্রথম ভুল।
কারণ তারা ক্যারিয়ারিস্ট হতে পারেনি।
চামচামি করতে পারেনি।
রাজনীতিকে অর্থ উপার্জনের ব্যবসায় পরিণত করতে পারেনি।
বাপ-দাদা, মামা, শ্বশুর বা আত্মীয়তার রাজনৈতিক শেল্টার জোগাড় করতে পারেনি।
তারা শুধু রাজনীতি করেছে।
ফলাফল?-
Unsuccessful.

এই অবহেলিত।

পেছনে পড়ে থাকারা অনেক সময় নীরবে রাজনীতি থেকে সরে যেতে বাধ্য। এ যেন রাজনীতির এক অদ্ভুত সমীকরণ—
যার যোগ্যতা আছে, তার সুযোগ নেই;

যার সুযোগ আছে, তার যোগ্যতা জরুরি নয়।
এখানেই আসল বিপদ

রাজনীতির দলগুলো যদি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মানুষ দিয়েই ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করতে থাকে, তাহলে তৃতীয় স্তরের মেধাবী ও স্বপ্নবান মানুষগুলো একসময় রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

তখন রাজনীতির মাঠে মানুষ থাকবে, মিছিল থাকবে, স্লোগান থাকবে, অর্থ থাকবে, ক্ষমতার হিসাব থাকবে—কিন্তু ধীরে ধীরে কমে যাবে নতুন চিন্তা, মেধা, দূরদর্শিতা ও আদর্শের জায়গা।

সেই শূন্যস্থান যদি পূরণ হয় কেবল পরিচয়, অর্থ আর অন্ধ আনুগত্য দিয়ে, তাহলে নেতৃত্বের সংকট অনিবার্য।
সমস্যা হবে পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থার।

সেখান থেকেই শুরু হবে সংকট। এই হাইব্রিড সূত্রে পাওয়া নেতৃত্বের কারণে একসময় দেখা যাবে দেশ জাতি সমাজ সব হয়ে গেছে এলোমেলো।

চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও সিন্ডিকেটের রাজনীতি মানুষ মেনে নেবে না

চাঁদাবাজি, দখলবাজি, ক্ষমতার দাপট ও সিন্ডিকেটের রাজনীতি এ দেশের মানুষ মেনে নেবে না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন। তিনি বলেন, জনগণের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন শেষ। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে কোনো অপশক্তিই তাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০টায় ঝিনাইদহের আলহেরা স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ জেলা শাখার রোকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবুবকরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য আবদুল মতিন। এ সময় জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আবদুল আলীম, জেলা সেক্রেটারি আবদুল আওয়ালসহ জেলার রোকন সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি মোবারক হোসাইন বলেন, ‘আপনারা ক্ষমতার দাপট দেখাবেন, চাঁদাবাজি করবেন, দখলবাজি করবেন, মানুষের সম্পদ লুট করবেন, মানুষের ইজ্জত-সম্মান নষ্ট করবেন, আবার সিন্ডিকেটও বজায় রাখবেন—এ দেশের মানুষ এসব অন্যায় মেনে নিতে পারে না। এই জাতি অন্যায় ও অত্যাচারকে কখনোই চলতে দিতে পারে না।’

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণের অধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ক্ষমতার অপব্যবহার, দখলবাজি ও অন্যায়-অত্যাচারের পথে কেউ হাঁটলে তাকে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। জামায়াতে ইসলামী দেশের কল্যাণে কাজ করতে চায়। তবে জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন হলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

সম্মেলনে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই গণহত্যার বিচার এবং দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের দাবি জানানো হয়।

মোবারক হোসাইন বলেন, গণভোটে জনগণের দেওয়া রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জুলাই গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের রাজনৈতিক পরিচয় বা পদমর্যাদা বিবেচনা না করে আইনের আওতায় এনে নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, হত্যা, ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে অপরাধ দমন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আগামী ৩১ অক্টোবরের লংমার্চ কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক দাবি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। একই সঙ্গে নাগরিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রাজনীতির মাঠ থেকে আসা এই নোংরা ভাষা গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের মুঠোফোনে। এর সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম। তারা যখন দেখে সমাজের তথাকথিত ‘নেতারা’ কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই অনায়াসে এসব ভাষা ব্যবহার করছেন, তখন তারা একেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিচ্ছে। এটি আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষার পরিপন্থী।

রাজনৈতিক দলগুলোর নীরবতা ও দায়

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হলো, দলের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতার মুখ থেকে এমন কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আসার পর দলের পক্ষ থেকে সাধারণত কোনো কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না। উল্টো অনেক সময় একে ‘স্লিপ অফ টাং’ বা ‘কথার কথা’ বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নীরবতা বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ই অন্য নেতাদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে।

রাজনীতি হোক যুক্তির, মতাদর্শের এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার। কাদা- ছোড়াছুড়ি আর অশ্লীলতা দিয়ে সাময়িক করতালি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা পুরো জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে, ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা তাদেরও দায়িত্ব। এই নোংরা সংস্কৃতির অবসান এখনই প্রয়োজন।

রাজনীতির ব্যাকরণ: ক্ষমতা বনাম দায়বদ্ধতার সংকট

রাজনীতি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়; এটি মানুষের সেবা করার বিজ্ঞান এবং সমাজ পরিবর্তনের এক সুনিপুণ শিল্প। বর্তমানে আমরা যে রাজনীতির চর্চা দেখি, সেখানে অনেক সময় তাত্ত্বিক ও আদর্শিক ভিত্তি অনুপস্থিত থাকে।
অথচ ইতিহাস চেতনা ছাড়া রাজনীতি অন্ধ এবং মানুষের বিশ্বাস ও অনুভূতিকে অবজ্ঞা করা রাজনীতি আত্মঘাতী। রাজনীতি আসলে মানুষের বিশ্বাস ও অধিকার নিয়ে কাজ করার এক মহান দায়বদ্ধতা; এটি কেবল পদ-পদবী বা স্লোগানসর্বস্ব কোনো পেশা নয়।
একজন প্রকৃত রাজনীতিকের জন্য যে বিষয়গুলো অনুধাবন করা অপরিহার্য

বলে আমি মনে করি:

১. জাতীয়তাবোধ ও বাঙালি জাতিসত্তা: আমাদের রাজনীতির ভিত্তি হলো হাজার বছরের ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং বাংলা ভাষা। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ—এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে আমাদের যে নিজস্ব জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে, তার মূল সুরটি একজন নেতার হৃদয়ে প্রোথিত থাকতে হবে। জাতীয় পরিচয়হীন রাজনীতি শেকড়হীন বৃক্ষের মতো।

২. ইতিহাসের পাঠ ও দায়বদ্ধতা: ইতিহাস কেবল অতীতের ধূসর পাতা নয়, এটি ভবিষ্যতের মানচিত্র। যে নেতৃত্ব নিজের জাতির সংগ্রামের ইতিহাস ও পূর্বসূরিদের আত্মদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন না, তিনি জনমানসের আবেগের ভাষা বুঝতে পারেন না। ইতিহাসবিমুখ রাজনীতি বারবার একই ভুলের আবর্তে ঘুরপাক খায়।

৩. ধর্মীয় অনুভূতি ও সামাজিক মূল্যবোধ: আমাদের ভূখণ্ডে ধর্ম মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন সুকৌশলী ও আদর্শবান রাজনীতিবিদ কখনো মানুষের গভীরতম বিশ্বাসকে আঘাত করেন না। বরং ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়ে কীভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটানো যায়, সেটাই হওয়া উচিত লক্ষ্য।

৪. জনতা বনাম জনগণের মনস্তত্ত্ব: জনসভা বা মিছিলে আসা ‘জনতা’ অনেক সময় সাময়িক হুজুগে চলে। কিন্তু একজন দূরদর্শী নেতাকে বুঝতে হয় স্থায়ী ‘জনগণের’ আকাঙ্ক্ষা। তাদের মনস্তত্ত্ব, অর্থনৈতিক সংকট এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রত্যাশা উপলব্ধি করাই রাজনীতির প্রথম ব্যাকরণ।

৫. রাষ্ট্রকাঠামো ও প্রশাসনিক জ্ঞান: দেশ পরিচালনার জন্য কেবল রাজপথের আন্দোলন যথেষ্ট নয়। সংবিধান, আইন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসনিক জটিলতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। শাসনকাঠামো না বুঝে ক্ষমতা পাওয়া মানে হলো দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে জাহাজ চালানোর ব্যর্থ চেষ্টা।

৬. ভূ-রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা: বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি ও অর্থনীতি একে অপরের পরিপূরক। সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ বা ভূ-রাজনৈতিক কৌশল বুঝতে না পারলে কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপই দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনতে পারে না।

৭. আদর্শ ও কৌশলের মেলবন্ধন: রাজনীতিতে আদর্শ হলো আলোকবর্তিকা, আর কৌশল হলো গন্তব্যে পৌঁছানোর পথ। কৌশলহীন

আদর্শ পঙ্গু, আর আদর্শহীন কৌশল হলো স্রেফ সুবিধাবাদ। এ দুটির সঠিক সমন্বয়ই একজন দক্ষ রাজনীতিবিদের পরিচয়।

৮. রাজনৈতিক সহনশীলতা ও সমঝোতা: আধুনিক রাজনীতি মানেই প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা নয়। ভিন্নমতের মানুষকে শ্রদ্ধা করা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বুদ্ধিবৃত্তিক সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য রক্ষা করাই প্রকৃত নেতৃত্বের গুণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পরিবর্তন শুরু হয় নিজের ঘর থেকে। আমি যদি সচেতন হই, আমার পরিবার যদি নৈতিক হয়, তবে পুরো দেশ বদলাতে বাধ্য। আসুন, আমরা অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং নৈতিকতার পথে হাঁটি এবং একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটাই। জ্ঞান কোনো আকাশ থেকে আসা অলৌকিক কিছু নয়, এটি আমাদের প্রতিদিনের সচেতন ও নির্মোহ চিন্তার ফসল।

এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধানের মাথায় গুলি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির পর এবার এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধান এবং এনসিপি শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারের মাথায় গুলি করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা মিতু।

পোস্টে মাহমুদা মিতু বলেন, ‘এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধান এবং এনসিপি শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারকে একটু আগে গুলি করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে।

সোনাডাঙ্গা থানার ওসি মোশাররফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কারা হামলার করেছে সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।

[redacted]

[redacted]

রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেব।

তিনি মিথ্যা বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, আমার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনকে কলঙ্কিত করার হীন চেষ্টা করা হচ্ছে। এ ধরনের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট আদায় করতে হবে

বাংলাদেশ ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম (সাদ্দাম) বলেছেন, আগামী নির্বাচনে ফ্রী ফেয়ার ইলেকশন না হলে জুলাইয়ের বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না। যেকোনো মূল্যে জুলাই সনদ এবং গণভোট এই সরকারের আমলে ছাত্র-জনতার পক্ষে আদায় করতে হবে। একটি পক্ষ মনে করে আমরা ক্ষমতায় চলে গেছি এবং কিছু প্রশাসনের লোকজন তাদেরকে সহযোগিতা করছে বলে মনে হচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবির যেকোনো মূল্যে জুলাই বিপ্লবের ধারক এবং বাহক হিসেবে কাজ করে যাবে।

আজ শনিবার (১৫ই নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার সময় পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবির প্রত্যেকটা ছাত্রের কল্যাণের জন্য কাজ করে। আগামীতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভূমিধস বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। এবং সুখবর হলো আগামীতে অভিভাবকেরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে তাদের সন্তানদের তুলে দেবেন, কারণ ইসলামী ছাত্রশিবির কোনো নেশাখোর বা গাঁজাখোর তৈরি করে না; তাদের হাতে বই, কলম এবং গানের ভান্ডার তুলে দেয়। মেহেরপুরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ব্যাপক কল্যাণমূলক কাজ চলছে, সেই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে।

সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি

মোঃ আব্দুস সালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান, জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, পৌর সূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য ডাক্তার আব্দুস সালাম, ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি ও জেলা আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন সভাপতি আলামিন ইসলাম বকুল, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, মেহেরপুর ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি মোঃ সাইদুর রহমান প্রমুখ।

রাজনীতির ভিতর ধর্ম আনতে চায় না, ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

কোনো সংখ্যা গুরু বুঝিনা, কোনো সংখ্যা লঘু বুঝিনা, আপনারা আমার ভাই। আমরা সবাই ভাই ভাই। ধর্মীয় সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করি, রাজনীতির ভিতর ধর্ম আনতে চায় না। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে পূজামন্ডপ পরিদর্শন শেষে বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু এসব কথা বলেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি জীবননগর পৌর এলাকার বেশ কয়েকটি পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন। বিজিএমই ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু আরো বলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশের মানুষ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌর বিএনপি’র সভাপতি শাহজাহান কবির, সিনিয়র সহ-সভাপতি তাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন ঠান্ডু, বিএনপি নেতা আব্দুল হামিদসহ দলীয় নেতাকর্মীর। এছাড়াও পূজামন্ডপ কমিটির সদস্য ও সনাতন ধর্মাবলম্বীর মানুষরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজনীতির শ্রমিক: আদর্শহীন আনুগত্যের নতুন নাম

দেশের রাজনৈতিক পরিসর এক আশ্চর্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের চর্চা, মত প্রকাশের অধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ এখন অনেকটাই প্রতীকী। এর পরিবর্তে সামনে এসেছে এমন একটি বাস্তবতা, যেখানে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণি “রাজনীতির শ্রমিক”। এরা আদর্শের নয়, আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনীতিতে সক্রিয়; এবং তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা অধিকাংশ সময়েই সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষমতার পক্ষে শ্রম প্রদান ও প্রতিপক্ষ দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের সংকট এখন গভীর বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষণীয় নেতৃত্ব কাঠামো পুরোনো, মুখ একই, কণ্ঠস্বরও চেনা। প্রশ্ন উঠছে: আজকের তরুণেরা কোথায়? ভবিষ্যতের নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?

এক সময়ের ছাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মূল প্ল্যাটফর্ম। আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও দলীয় আজ্ঞাবহতায় পরিণত হয়েছে। আদর্শিক রাজনীতির জায়গায় এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপার্জনের চিন্তা। ফলে তরুণদের মধ্যে রাজনীতিকে ক্যারিয়ার হিসেবে দেখার আগ্রহ কমে গেছে। যেসব তরুণ এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন।

শেখ হাসিনা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ব্যবস্থায় থাকার ফলে মাঠপর্যায়ে এক ধরনের ‘দলভিত্তিক শ্রম বাজার” গড়ে উঠেছে। এখানে রাজনীতিকরা আদর্শিক বক্তব্য দেন না; বরং নেতা কী বলছেন, তা অন্ধভাবে অনুসরণ করাই যেন একমাত্র কাজ। শোডাউন, মিছিল, পোস্টার লাগানো, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো পর্যন্ত সবই এখন একপ্রকার পেশা, যার বিনিময়ে পাওয়া যায় পদ, সুযোগ বা সরাসরি আর্থিক সুবিধা।

কেবলই ক্ষমতা রক্ষার উপকরণে পরিণত হবে। গণতন্ত্র থাকবে শুধু ভোটের দিনটিতে, আর বাকিটা সময় থাকবে নির্দিষ্ট দলের মুখপাত্রদের হাতে যাঁরা আদর্শ নয়, নির্দেশ পালন করতেই উৎসাহী।

সেই দায় দলগুলোর যেমন, তেমনি সমাজ ও নাগরিকদেরও। এখনই সময় প্রশ্ন তোলার, জবাব চাওয়ার, এবং নতুন এক রাজনীতি কল্পনার। যেখানে মানুষ হবে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র্র, আর রাজনীতি হবে মত, বিবেক ও মূল্যবোধের জায়গা শ্রম বিক্রির নয়।

দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গণতন্ত্রের অভাব যেমন নতুন নেতৃত্ব ঠেকিয়ে রাখে, তেমনি জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী মতকে দমন করার প্রবণতা রাজনীতিকে একমাত্রিক করে তোলে। ভিন্নমতের বিকাশ না থাকলে নেতৃত্বের বিকাশও থেমে যায়।

নতুন নেতৃত্ব গড়তে হলে- দলীয় নেতৃত্বে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। নেতৃত্ব নির্বাচন হতে হবে ভোটের মাধ্যমে, নিযুক্তির মাধ্যমে নয়। ছাত্র রাজনীতিকে আদর্শভিত্তিক ও শিক্ষাবান্ধব করতে হবে। ক্যাম্পাসে নিয়মিত ও নিরপেক্ষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করা জরুরি।

নতুন নেতৃত্বের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। মিডিয়া, সেমিনার, গবেষণা ও নীতি আলোচনা সভায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে।
রাজনীতিকে পেশাগতভাবে সম্মানজনক করতে হবে। দুর্নীতি ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করে এটিকে আকর্ষণীয় ও নৈতিক জায়গায় ফিরিয়ে আনা দরকার।

বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে হবে। গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং প্রতিটি স্তরে ভিন্নমতের সহাবস্থান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ তরুণ। এরা যদি রাজনীতির বাইরেই থাকে, তাহলে নেতৃত্বের সংকট কেবল আরও গভীর হবে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করে নেতৃত্ব তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতের রাজনীতি যেন কিছু মুখ বা পরিবারের হাতে না আটকে থাকে, বরং হয়ে ওঠে জনসম্পৃক্ত, দায়বদ্ধ এবং নবীন নেতৃত্বনির্ভর সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক ও সাংবাদিক

[redacted]

[redacted]

আরপিএল থাকাকালে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল।”

তবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “পিআরএলে থাকা অবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারী সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পান। তাই ওই সময় কেউ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না।”